যুগান্তর

19 OCT 2017

জেএসসি রেজিস্ট্রেশন

কারসাজিতে কোটি টাকা বঞ্চিত চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড

নিবন্ধিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী

এমএ কাউসার, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

এক বিদ্যালয় পরিদর্শকের কারসাজিতে কোটি টাকার ফি আদায় থেকে বঞ্চিত হয়েছে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড। অনিবন্ধিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নিয়মবহির্ভূতভাবে নিবন্ধিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে করায় নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি হারিয়েছে শিক্ষা বোর্ড। বিদ্যালয় পরিদর্শক কাজী নাজিমুল ইসলামের কারসাজিতে এ অনিয়ম হয়েছে বলে শিক্ষা বোর্ডের তদন্তে বেরিয়ে এসেছে। সাত বছর ধরে অনিয়ম চলায় জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনে নির্দিষ্ট ফি আদায় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষা বোর্ড। ২০১৭ সালের জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৭০টি অনিবন্ধিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুঁজে পেয়েছে তিন সদস্যের তদন্ত টিম। তদন্ত কমিটির প্রধান চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের উপবিদ্যালয় পরিদর্শক আবুল মুনসুর ভূঁইয়া জানান, এরই মধ্যে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে জেএসসির রেজিস্ট্রেশন বাবদ প্রায় সাড়ে ১০ লাখ টাকা আদায় করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, ২০১০ সালে অনিবন্ধিত স্কুলের জেএসসি পরীক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরিপত্র জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নিয়ম মেনে ওই বছর অনিবন্ধিত স্কুলের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নেয়। কিন্তু ২০১১ সাল থেকে অনিবন্ধিত স্কুলগুলোকে জিম্মি করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা। ২০১৫ সাল থেকে অনিবন্ধিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে অনিবন্ধিত স্কুলের শিক্ষার্থীদের জেএসসির রেজিস্ট্রেশন করার অনুমতি দেয়ার নিয়ম চালু করে শিক্ষা বোর্ড। আর এ নিয়মের সুযোগে অনিবন্ধিত স্কুলের শিক্ষার্থীপ্রতি ইচ্ছেমতো ফি আদায় করতে শুরু করে নিবন্ধিত ও এমপিওভুক্ত স্কুলগুলো। অনিবন্ধিত স্কুলের শিক্ষার্থীদের [illegible] টাকা এবং নিবন্ধিত স্কুলের শিক্ষার্থীপ্রতি ৬০ টাকা ফি বোর্ডের অনুকূলে জমা দেয়ার কথা থাকলেও নিবন্ধিত স্কুলগুলো ব্যাপক অনিয়ম শুরু করে। অনিবন্ধিত স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিজ স্কুলের বলে চালিয়ে দেয়। ফলে ৩১০ টাকা ফি'র স্থলে ৬০ টাকা দিয়ে অনিবন্ধিত স্কুলের শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নেয়। এ কারসাজিতে শিক্ষার্থীপ্রতি ২৫০ টাকা করে আর্থিক ক্ষতির শিকার হয় শিক্ষা বোর্ড। অপরদিকে শিক্ষার্থীপ্রতি দেড় হাজার টাকা থেকে শুরু করে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনিবন্ধিত স্কুলের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা আদায়ের একটি অংশ বিদ্যালয় পরিদর্শকের জন্য দেয়া হয় বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে নিবন্ধিত স্কুলের পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করা হয় এপ্রিলে। নগরীর অনিবন্ধিত ১৮৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আবেদনে জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের অনুমতি দেয় শিক্ষা বোর্ড। অথচ এর বাইরে নগরীর তিন শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বোর্ডের অনুমোদন ছাড়াই কৌশলে তাদের পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে নিবন্ধিত স্কুলের শিক্ষার্থী বলে। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে গঠিত তদন্ত কমিটি এর সত্যতা পায়।

এ প্রসঙ্গে পরিদর্শক আবুল মুনসুর ভূঁইয়া বুধবার যুগান্তরকে বলেন, অনুসন্ধানে এর সত্যতা পাওয়া গেছে। এ পর্যন্ত ৭০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ১০ লাখ ১৮ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, নিবন্ধিত স্কুলের জেএসসি পরীক্ষার্থী ৭৪ জন। অথচ এ স্কুলের নামে আরও ৯৫১ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে বিদ্যালয় পরিদর্শকের সম্পৃক্ততা আছে কিনা— এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যেসব অনিয়ম-দুর্নীতি পাওয়া গেছে, এর দায়ভার বিদ্যালয় পরিদর্শক এড়াতে পারেন বলে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক কাজী নাজিমুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, জেএসসি রেজিস্ট্রেশনের [illegible] অনলাইন [illegible] মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়। পুরো বিষয়টি অনলাইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত। যেসব স্কুল কর্তৃপক্ষ অনিয়ম করেছে, এর দায়ভার তাদের। এজন্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।